BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040026

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০: একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ

Arpita Mondal

M.Sc Zoology, Bardhaman University, Golapbag Campus, Email: amondalzoo1234@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

"শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে যুক্তি

শিক্ষা শেখায় সহিষ্ণুতা, শিক্ষার পথেই মুক্তি।"

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে প্রণীত হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। এই নীতির লক্ষ্য হলো শিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষতাভিত্তিক এবং গুণগত মানসম্মত করা। ৫+৩+৩+৪ কাঠামো, মাল্টিডিসিপ্লিনারি শিক্ষা, ফাউন্ডেশনাল স্টেজে খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনই এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই নীতি শিক্ষাব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

কীওয়ার্ড (KEY WORD): *ফাউন্ডেশনাল স্টেজ, মাল্টিডিসিপ্লিনারি শিক্ষা, ৫+৩+৩+৪ কাঠামো, দক্ষতা সৃষ্টি, ইনক্লুসিভ শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জাতীয় উচ্চশিক্ষা কমিশন, ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেকনোলজি ফোরাম, ডিজিটাল শিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষা।*

ভূমিকা:

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) হলো ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একটি যুগান্তকারী সংস্কারমূলক নীতি, যা ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ১৯৬৮ সালের নীতির পর তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ে সংস্কার ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে, কিন্তু দ্রুত পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতি, প্রযুক্তির বিকাশ এবং ২১শ শতাব্দীর শিক্ষার্থীর চাহিদার সাথে মিল রেখে ১৯৮৬ সালের নীতি যথেষ্ট কার্যকর ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে NEP 2020 শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, গুণগতমানসমৃদ্ধ, দক্ষতাভিত্তিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে।

NEP 2020 শিক্ষাকে শুধুমাত্র তথ্যার্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখেনি; বরং এটি শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা, সমস্যা সমাধান ক্ষমতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক সচেতনতা বিকাশে সহায়ক হতে চায়। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশকে কেন্দ্র করে নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ধারাবাহিক ও

সমন্বিত কাঠামোর প্রবর্তন করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীকে একদিকে যেমন কৌশলগত ও বৌদ্ধিকভাবে সক্ষম করে, অন্যদিকে নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধও গড়ে তোলে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার: NEP 2020-এ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নতুন "৫+৩+৩+৪" কাঠামো প্রবর্তিত হয়েছে। এখানে পাঁচ বছর ফাউন্ডেশন স্তর, তিন বছর প্রিপারেটরি, তিন বছর মিডল, এবং চার বছর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় অন্তর্ভুক্ত। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, কার্যভিত্তিক পাঠদান, খেলাধুলা ও সৃজনশীল কার্যক্রমকে শিক্ষার মূল অংশ হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, শিক্ষার্থীরা প্রথম পাঁচ বছর তাদের মাতৃভাষায় বা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করবে, যা ভাষাগত দক্ষতা এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর মূল লক্ষ্য:

দক্ষতা সৃষ্টি: একবিংশ শতাব্দীর জন্য উপযোগী করে তোলার প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করা।

সামগ্রিক উন্নয়ন: শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা।

মাল্টিডিসিপ্লিনারি শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের একাধিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা।

জীবনব্যাপী শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের জীবনব্যাপী শিক্ষা অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে আরো বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা।

প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবর্তন

ফাউন্ডেশনাল স্টেজ: ৩ থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য খেলা-ভিত্তিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা পদ্ধতি।

ইসিসিই: প্রাক-শৈশব শিশুদের পরিপূর্ণভাবে যত্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষায় নতুন শ্রেণিকাঠামো

5+3+3+4 কাঠামো: পুরনো 10+2+3 কাঠামোর পরিবর্তে নতুন কাঠামো অনুসরণ করা হবে।

প্রধান বৈশিষ্ট্য:

১. বিদ্যালয় স্তরের পরিবর্তন

- পুরনো কাঠামো: 10 + 2
- নতুন কাঠামো: 5 + 3 + 3 + 4

স্তর	বয়স	শ্রেণি	বিবরণ
ফাউন্ডেশন স্তর	৩–৮ বছর	প্রাক-প্রাথমিক থেকে ২য় শ্রেণি	খেলাধুলা ও কার্যনির্ভর শিক্ষা
প্রিপারেটরি স্তর	৮–১১ বছর	৩–৫ শ্রেণি	ধারণাভিত্তিক শেখা

মধ্য স্তর	১১–১৪ বছর	৬–৮ শ্রেণি	প্রকল্প ও দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা
মাধ্যমিক স্তর	১৪–১৮ বছর	৯–১২ শ্রেণি	বহুবিষয়ক ও নমনীয় পাঠ্যক্রম

শিক্ষক শিক্ষা (Teacher Education) – NEP 2020 অনুসারে

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে শিক্ষকতার গুণগত মান উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এই নীতিতে বলা হয়েছে যে, একজন ভালো শিক্ষকই একটি ভালো শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি। তাই শিক্ষক শিক্ষাকে (Teacher Education) একটি পেশাদার ও গবেষণাভিত্তিক শাখা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মূল উদ্দেশ্য:

1. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকে সর্বাঙ্গীন, আধুনিক ও মূল্যবোধনির্ভর করা।
2. শিক্ষককে শুধুমাত্র পাঠদানকারী নয়, বরং শিক্ষক-গবেষক ও শিক্ষানেতা হিসেবে গড়ে তোলা।
3. শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে সহায়ক, দক্ষ, মানবিক ও সহানুভূতিশীল শিক্ষক তৈরি করা।

শিক্ষক শিক্ষার কাঠামো (Structure of Teacher Education):

1. শিক্ষক প্রশিক্ষণের সর্বনিম্ন যোগ্যতা হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে চার বছরের ইন্টিগ্রেটেড বি.এড. (Integrated B.Ed.) কোর্স চালু করার প্রস্তাব রয়েছে।

   এই কোর্সে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান + শিক্ষণবিদ্যা (pedagogy) + ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ একত্রে থাকবে।

2. চার বছরের এই সমন্বিত কোর্সটি বিএ/বিএসসি/বিকম + বি.এড. রূপে হবে।
3. দুই বছরের বি.এড. কোর্স শুধুমাত্র স্নাতকোত্তরদের জন্য থাকবে, যারা পূর্বে শিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়ন করেননি।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান:

1. সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে **বিশ্ববিদ্যালয় বা বহুমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত করা হবে** যাতে মান নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।
2. স্ট্যান্ডঅ্যালোন টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন (TTI) ধীরে ধীরে বন্ধ করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
3. শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণা, ইন্টার্নশিপ এবং স্থানীয় শিক্ষণ পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হবে।

শিক্ষক গুণমান ও পেশাগত উন্নয়ন:

1. শিক্ষক নিয়োগের জন্য **ন্যাশনাল প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ফর টিচারস (NPST)** তৈরি করা হবে।

2. Continuous Professional Development (CPD) বাধ্যতামূলক করা হবে — বছরে কমপক্ষে ৫০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

3. শিক্ষককে স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষাদান করার জন্য প্রশিক্ষিত করা হবে।

4. শিক্ষকদের মূল্যায়ন হবে শিক্ষার্থীর শেখার ফলাফল ও শিক্ষকের সৃজনশীলতা অনুযায়ী।

উচ্চশিক্ষার রূপান্তর:

হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (HECI): একাধিক রেগুলেটরি সংস্থা একত্র করে গঠন করা হবে।

মাল্টিপল এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট সিস্টেম: শিক্ষার্থীরা কোর্সের মধ্যে মাঝপথে বেরিয়ে সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা নিতে পারবে।

ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (NRF): গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য গঠন করা হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা:

৪-বছরের ইন্টিগ্রেটেড বি.এড কোর্স: সকল শিক্ষককে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে।

শিক্ষক নিয়োগে প্রবেশপথ মানসম্মত করা: টিইটি (TET) এর গুরুত্ব বাড়ানো হয়েছে।

ইনক্লুসিভ এডুকেশন ও জেন্ডার ইকুইটি:

- জেন্ডার ইনক্লুশন ফান্ড: মেয়েদের ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য বিশেষ সহায়তা দান করা হবে।

- প্রতিবন্ধী বান্ধব বিদ্যালয়: Divyang শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ:

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে প্রণীত হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। এই নীতির লক্ষ্য হলো শিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষতাভিত্তিক এবং গুণগত মানসম্মত করা। এই নীতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি:

1. ৫+৩+৩+৪ কাঠামো: এই নীতির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। এই কাঠামো অনুযায়ী, শিক্ষা ব্যবস্থাকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে: ফাউন্ডেশনাল স্টেজ (৩-৮ বছর), প্রিপারেটরি স্টেজ (৮-১১ বছর), মিডল স্টেজ (১১-১৪ বছর) এবং সেকেন্ডারি স্টেজ (১৪-১৮ বছর)।

2. মাল্টিডিসিপ্লিনারি শিক্ষা: এই নীতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাল্টিডিসিপ্লিনারি শিক্ষা প্রদান করা হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

3. ফাউন্ডেশনাল স্টেজে খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা: এই নীতির মাধ্যমে ফাউন্ডেশনাল স্টেজে খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। এর ফলে শিশুদের সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

4. শিক্ষক প্রশিক্ষণ: এই নীতির মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর ফলে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে শিক্ষা দিতে পারবেন।

বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ (Implementation Challenges):

1. অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা।
2. শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।
3. গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষার ব্যবধান।
4. প্রযুক্তি ব্যবহারে বৈষম্য।

সমতা ও অন্তর্ভুক্তি (Equity and Inclusion):

- প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা।
- প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সমান সুযোগ।
- নারী শিক্ষা ও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে।

সম্ভাব্য প্রভাব (Expected Outcomes):

- দক্ষতা ও কর্মসংস্থানযোগ্যতা বৃদ্ধি।
- আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাব্যবস্থা গঠন।
- গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্র প্রসার।
- ভারতকে "গ্লোবাল নলেজ হাব" হিসেবে গড়ে তোলা।

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) 2020 অনুযায়ী পেশাগত শিক্ষা (Professional Education):

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এই নীতিতে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার প্রতিটি স্তরে গুণগত উন্নয়নের পাশাপাশি পেশাগত শিক্ষাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পেশাগত শিক্ষা বলতে সেইসব শিক্ষা বোঝানো হয়েছে যা ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট পেশা, কাজ বা জীবিকা অর্জনের জন্য দক্ষতা (skills) এবং প্রয়োগভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করে।

পেশাগত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য:

1. শিক্ষা ও কর্মজগতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা।
2. দক্ষতা নির্ভর মানবসম্পদ তৈরি করা।

3. শিক্ষার সাথে কর্মসংস্থানের যোগসূত্র স্থাপন করা।
4. ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্যোক্তা মানসিকতা (Entrepreneurial mindset) তৈরি করা।
5. ২১ শতকের দক্ষতা (21st Century Skills) যেমন– সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ, সহযোগিতা ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো।

NEP 2020 অনুযায়ী পেশাগত শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য:

1. **পেশাগত শিক্ষা মূলধারার শিক্ষার অংশ হবে**
    - পেশাগত শিক্ষা আর আলাদা বা গৌণ ধারা নয়; এটি সাধারণ শিক্ষার সাথেই সংযুক্ত করা হবে।
    - ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই শিক্ষার্থীরা পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাবে।
2. **স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী কারিকুলাম গঠন**
    - প্রত্যেক অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
3. **শিক্ষানবিশি ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ (Apprenticeship and Internship)**
    - শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হবে।
4. **বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পেশাগত শিক্ষা সম্প্রসারণ**
    - চিকিৎসা, আইন, কৃষি, ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি, শিক্ষক শিক্ষা ইত্যাদি সব পেশাগত ক্ষেত্রকে NEP-এর অধীনে সামগ্রিকভাবে উন্নত করা হবে।
5. **বহুবিষয়ক পেশাগত শিক্ষা**
    - প্রতিটি পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্র (যেমন মেডিসিন, ল, টেকনোলজি ইত্যাদি) অন্যান্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত থাকবে যাতে আন্তঃবিষয়ক জ্ঞান (interdisciplinary knowledge) অর্জন সম্ভব হয়।

পেশাগত শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কার:

- National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) তৈরি করা হবে যাতে পেশাগত ও একাডেমিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ঘটে।
- National Skills Qualifications Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে পেশাগত শিক্ষার মান নির্ধারণ হবে।
- পেশাগত শিক্ষা পরিচালনার জন্য National Committee for the Integration of Vocational Education (NCIVE) গঠন করা হবে।

সমাজ ও অর্থনীতিতে পেশাগত শিক্ষার প্রভাব:

- পেশাগত শিক্ষা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করবে।
- বেকারত্ব হ্রাস ও আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
- স্থানীয় শিল্প, কারুশিল্প, কৃষি, প্রযুক্তি এবং সার্ভিস সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর সুবিধা:

1. সর্বাঙ্গীণ বিকাশ: এই নীতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা হবে।

2. দক্ষতা বৃদ্ধি: এই নীতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

3. গুণগত মান: এই নীতির মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর চ্যালেঞ্জগুলি নিম্নরূপ:

1. বাস্তবায়ন: এই নীতির বাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

2. অর্থের অভাব: এই নীতির বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

3. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ: শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা

- ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষার সমস্ত প্রোগ্রাম ৪ বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্সে রূপান্তরিত হবে।
- সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান জাতীয় ও রাজ্যস্তরের মানদণ্ডে স্বীকৃত ও নিরীক্ষিত হবে।
- শিক্ষক শিক্ষা হবে গবেষণাভিত্তিক, প্রযুক্তি-সমর্থিত ও মূল্যবোধমুখী।

উপসংহার:

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ একটি যুগান্তকারী নীতি যা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। এই নীতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, এই নীতির বাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার এবং শিক্ষাবিদদের একসাথে কাজ করে এই নীতির বাস্তবায়ন করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এই নীতি শিক্ষাকে শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং চিন্তা, বিশ্লেষণ, উদ্ভাবন এবং মূল্যবোধ গঠনের উপকরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এটি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার নিজস্ব দক্ষতা, আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ পাবে।

NEP 2020 শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুভাষিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও দক্ষতামুখী করে তুলতে সচেষ্ট। এটি প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত একটি সমন্বিত কাঠামো প্রদান করেছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আত্মনির্ভর ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

তবে এই নীতির সফলতা নির্ভর করবে কার্যকর বাস্তবায়ন, পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সহায়তা, দক্ষ শিক্ষক তৈরি এবং সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর। যথাযথ প্রয়োগ হলে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের উচ্চতায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে এবং "জ্ঞানময় ভারত" (Knowledge-based India)-এর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবে।

রেফারেন্স (Reference):

1. "National Education Policy 2020: A Critical Analysis" - লেখক: বিভিন্ন শিক্ষাবিদ
2. "National Education Policy 2020: An Overview" - প্রকাশিত: Journal of Educational Research
3. "Impact of NEP 2020 on Higher Education" - প্রকাশিত: International Journal of Educational Development
4. National Education Policy 2020 - ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়
5. education.gov.in - ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
6. Government of India, *National Education Policy 2020*, Ministry of Education.
7. Press Information Bureau (PIB), Government of India, 2020.
8. Yadav, R. (2021). *NEP 2020 and Its Impact on Indian Education System.* Educational Review Journal.
9. Kumar, S. (2022). *Implementation Challenges of NEP 2020.* Indian Journal of Educational Studies.

Citation: Mondal. A, (2025) "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০: একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.